মা অজয় দাশগুপ্ত

জন্ম থেকে জড়িয়ে ছিলাম নাড়ীতে
পাড়ের মতো জড়িয়ে ছিলাম শাড়ীতে
দ্বিতীয় আর বট বক্ষ, কেউ দিল না বাড়ীতে
মা তো আমার মা, জননীই কেউ পারে না কাড়িতে।

এক পা দু পা হাঁটতে শেখা, আমার কি আর পা চলে?
মাটিই ছিল ভরসা আর, ভরসা মা'র আঁচলে,
মুখ লুকিয়ে ভয় কেটেছে, ভয় পাইনি জীন ভূতে
নাড়ীর টানে এমনি করে জড়িয়ে ছিলাম মা, পুতে।

শিশু কালটা পেরিয়ে গেলাম পৌঁছে যখন যৌবনে
তরুণী চোখ, ভালোবাসা, হাওয়ার দোলা মৌবনে
প্রেমের জ্বরটা প্রবল অনেক, আসেও খুব কাঁপিয়ে
প্রথম প্রেমের তরুনী কি মাকেও যাবে ছাপিয়ে?

সুখ, আবেশ, রঙ্গীন জীবন, শীর্ষে ওঠার বাসনা
মায়ের প্রশ্ন, মায়ের মনে: খোকন কেন আস না?
খোকন তখন অনেক দূরে সিডনী, প্যারিস, লন্ডনে
ক্রমাগত করছে লড়াই ভাগ্যলিপি খন্ডনে।

বয়স বাড়ে, অর্থ বিত্ত, স্বচ্ছলতার সীমান্তে
পৌছেঁ খোকন, তাকায় যখন সন্ধ্যা বেলায় দিনান্তে
বিবেক তাকে প্রশ্ন করে: ও মন! দিন কি তুমি গণো নি?
কেমন আছে, দুঃখিনী মা, কোথায় তোমার জননী?

নীড়ের পাখি ফিরতে যে চায় , ফিরে যে চায় মাকে
দুয়োর জুড়ে সারাজীবন দাঁড়িয়ে যিনি থাকে
কারো যদি মন্দ কপাল হারায় দূর্বিপাকে
তবুও সে পায় আরেকটি মা স্বদেশী বাংলাকে।

সিডনী
১১/০৫/২০০৮